Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ জানুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৮ জানুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ৩ মাঘ,১৪২২

দুর্গাপুরে দুটি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন মহম্মদ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্দাপুর, ১৫ জানুয়ারি : কাজের দাবিতে, দ্রব্যমূল বৃদ্ধির প্রতিবাদে, গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সোহার্দ্য রক্ষার্থে, মা-বোনেদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করছে সি পি আই(এম)। দুর্গাপুর-২ পশ্চিম জোনাল কমিটি ও দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির উদ্যোগে এই দাবিগুলির সমর্থনে ১৯ জানুয়ারি দুটি জনসভার আহ্বান জানানো হয়েছে। জনসভাগুলিতে বক্তব্য রাখবেন সি পি আই(এম) পলিট ব্যুরো সদস্য মহঃ সেলিম, কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার ও সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জনসভা দুটিকে কেন্দ্র করে প্রচার চলছে জোর কদমে। লিফলেট বিলি, মিছিল, পথসভার মধ্যে দিয়ে ১৯ জানুয়ারি সমাবেশকে সফল করার আহ্বান নিয়ে। সি পি আই(এম) দুর্গাপুর-২ পশ্চিম জোনাল কমিটির উদ্যোগে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে

বেনাচিতিতে। দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটি আয়োজিত সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে চণ্ডীদাস পূজা ময়দানে। তৃণমূলিরা জনসভার ফেস্টুন পোস্টার ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে সি পি আই(এম) কর্মীদের উৎসাহ কমাতে পারেনি। ভয়-ভীতি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই সমাবেশ দুটি সফল করার জন্য প্রচার চালিয়েছেন সি পি আই(এম) কর্মীরা।

এ.এস.পি-কে বাঁচানো ও আধুনিকীকরণের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এইচ.এস.ই.ইউ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৪ জানুয়ারি : দেশের গর্ব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পসংস্থা দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানা সংক্ষেপে এ.এস.পি-কে বাঁচানো ও আধুনিকীকরণের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন(এইচ.এস.ই.ইউ)। সেইল-এর নিজস্ব কনসালটেন্ট এজেন্সি সেট -এর প্রস্তাব অনুযায়ী এ.এস.পি কারখানায় এগারোশো কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এইচ.এস.ই.ইউ। মিছিল, জি এম অফিসে ডেপুটেশন সমাবেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। এরকমই একটা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জানুয়ারি। কারখানার অভ্যন্তরে ফোর্জ সপ থেকে বিশাল মিছিল করে জি এম অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা মলয় ভট্টাচার্য ও বিজয় সাহা। সভাপতিত্ব করেন রামপঙ্কজ গাঙ্গুলী। উল্লেখ্য যে, ৬০-এর দশকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে উঠেছিল। ১৯৬৫ সালে ২৩ জানুয়ারি উৎপাদন শুরু করে। এ টি হল ইলেকট্রিক অর্ক ফারনেস ভিত্তিক বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা। এখানে স্টেন, স্টিল ও নন-স্টেনলেস উভয় ধরনের ইস্পাত তৈরি করে। এটি একটি স্ট্র্যাটেজিক কারখানা। বিমান, রণতরী, ট্যাঙ্ক, গোলা কামান, রাইফেল সহ অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার ও অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের জন্য ইস্পাত তৈরি করেছে। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এ কারখানাটি উৎপাদন করে চলেছে। তিনটি স্তরে কিছু কিছু আধুনিকীকরণও হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে এই কারখানাটি এখন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। বর্তমানে এই কারখানায় মোট ৮৬০ জন স্থায়ী শ্রমিক সহ ১১০০ জন কাজ করেন। রাজ্যে তৃণমূল ও কেন্দ্রে এন. ডি.এ সরকারের নীতির ফলে এই কারখানাটি আজ ধুঁকছে। সর্বশেষ সেইল-এর কনসাল্টটেন্ট এজেন্সি সেন্টার ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি-র আধুনিকীকরণের জন্য ১১০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাব রূপায়িত হলে কারখানাটি আবার গৌরবের জায়গায় পৌঁছাবে।

দুর্গাপুরে গণশক্তি-র ৫০ তম বার্ষিকীতে আলোচনাসভা

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মানুষের সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ 'গণশক্তি'

ছবি : দেবদাস ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এ রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে। বিভেদকামী শক্তিও মাথাচাড়া দিয়েছে। এই দুয়ের বিরুদ্ধেই একসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। সমস্ত প্রতিকূলতা প্রতিহত করেই গণশক্তি মানুষের এই সংগ্রামে দৈনন্দিন আছে ও থাকবে। ১৭ জানুয়ারি দুর্গাপুরের 'সৃজনী' প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়া ভিড়ে এই দায়বদ্ধতা ঘোষণা করল গণশক্তি। গণশক্তির ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। বক্তব্য রাখেন গণশক্তির সহসম্পাদক অভীক দত্ত। ৫০ বছর ধরে গণশক্তির পথচলার বিবরণ তুলে ধরেন তিনি। সাতের দশকে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস ও জরুরি অবস্থার দিনগুলিতেও গণশক্তি মাথানত করেনি। যেমন মানুষের এগিয়ে যাওয়া সংগ্রাম রোধ করা যায়নি, তেমনি গণশক্তির এগিয়ে চলাও রোধ করা যায়নি। মানুষকে নিয়েই গণশক্তির শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার অসংবিধানিকভাবে গণশক্তির বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু গণশক্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ বন্ধ করতে পারেনি। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ গণশক্তি। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে গণশক্তি তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূরবী মুখার্জী ও শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। আলোচনার বিষয় ছিল—'চোপ সরকার চলছে'। আলোচনায় অংশ নেন চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, অরুণাভ ঘোষ, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, সঞ্চালনা করেন দেবাশীষ সরকার।

মন্দ্রক্রান্তা সেন বলেন, সরকার সবাইকে চুপ করিয়েছে এবার আঙুল তুলে বলার সময় এসেছে। একদম চুপ। মানুষ এখন কথা বলছে। পুলিশ দিয়ে মানুষের কথা বন্ধ করা যাবে না। ভোট লুঠ, নারী সম্ভ্রম লুঠ করা গেলেও মানুষের মনের কথা লুঠ করা যাবে না। মানুষের মনে প্রতিবাদের আগুন জমছে, সে আগুন জ্বলছে। একদিন দাউ দাউ করে জ্বলবে।

তরুণ মজুমদার বলেন, এ সরকারের আর চলা উচিত নয়। সততার প্রতীকের অনাচার মানা যায় না। উনি গুণ্ডা কন্ট্রোল করতেন। এখন গুণ্ডারাই ওনাকে কন্ট্রোল করছে।

অরুণাভ ঘোষ বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের জোট হলে তৃণমূলকে সরতেই হবে। এ কেমন সরকার চলছে। গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ মারলেও শাসক দলের লোক বলে ছাড় পেয়ে যায়, বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে, কিন্তু শিল্প কোথায়?

বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে মানবাধিকার আক্রান্ত, সরকারি টাকা নয়ছয় হচ্ছে। চোর, ডাকাতদের পোষণ করছে সরকার। প্রশ্ন করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের বলছেন, আমি তোমাদের ভৃত্য। গণশক্তির বিজ্ঞাপন বন্ধ। গণতন্ত্রের কী উদাহরণ! আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন, এখন আদালতের নির্দেশই লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে গণশক্তির সর্বোচ্চ বিক্রেতা হিসাবে বর্ধমান জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। সমর ঘোষের হাতে স্মারক তুলে দেন অভীক দত্ত।

ডিজিট্যাল কার্ড বিলিতে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি : খাদ্য সুরক্ষার ডিজিটাল রেশনকার্ড বিলি করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লো মেমারির তৃণমূলি নেতারা। দু'দিন আগে মেমারি শহরে তৃণমূল অফিসে কার্ড বিলি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তৃণমূলিদের। এবার পাল্লারোডে ভূমি রাজস্ব দপ্তরে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভে কার্যত পিছু হটে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী।

১৪ জানুয়ারি পাল্লা রোড ভূমি রাজস্ব দপ্তরে সরকারি ঘোষণা মত দলুই বাজার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় তিন হাজার মানুষ জড়ো হন ডিজিট্যাল কার্ড নিতে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর শাসক দলের মস্তান বাহিনী জানিয়ে দেয় কার্ড বিলি হবে না। ৭-৮ কিমি দূর থেকে আসা অভুক্ত গরিব মানুষ এরপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দীর্ঘ হয়রানির পর কার্ড দেওয়া বন্ধ হবে কেন তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যারা গরিব তাদের নাম না থেকে বড়লোকদের নামে কার্ড এসেছে। এতেই গোল বাঁধে নিজের দলেই। ভোটের আগে স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি চাপা দিতেই এই বন্ধের নিদান বলে মনে করছেন প্রাপকদের একাংশ। ২০-৩০ জনের মস্তানবাহিনী বিক্ষোভের হাত থেকে বাঁচতে অফিসে ঢুকে সাটার লাগিয়ে প্রাণে বাঁচে। পরে পুলিশ এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

শহরে তিনটি এ টি এম-এ চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : বর্ধমান শহরে আইনশৃঙ্খলা বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। পুলিশের নাকের ডগায় বর্ধমান শহরে তিনটি এ টি এম ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। ভোর রাতে পুলিশ লাইনের কাছে ইউকো ব্যাঙ্ক এ টি এম -এ গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে প্রায় তের লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। একই কায়দায় ঘোড়দৌড় চটিতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এ টি এমে হানা দিয়ে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা নিয়ে পালায়। একই দিনে গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ব্যর্থ হয় ব্যাঙ্ক অফ বরোদার এ টি এম-এ। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বর্ধমান শহরে মন্দিরে চুরি, রাস্তায় ছিনতাই, এ টি এম-এ পর পর চুরি নিয়ে শহরবাসী আতঙ্কে আছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে মানুষ।

সৌরশক্তি ব্যবহার বিষয়ক 'সঙ্কল্প'-র কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জানুয়ারি : সারা বিশ্ব অদূর ভবিষ্যতে জ্বালানী সমস্যায় বিব্রত হবার মুখোমুখি হতে চলেছে। এখন পর্যন্ত কয়লা এবং প্রেট্রোলিয়াম জাত শক্তিই বিশ্বের আধুনিক সভ্যতাকে বহমান রেখেছে। কিন্তু এইসব জ্বালানী তো সীমাহীন নয়। এ ছাড়াও পরিবেশ দূষণে এইসব জ্বালানীর অবদান অপরিসীম। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিকল্প জ্বালানীর খোঁজ! ইতিমধ্যে সূর্যের আলোকের শক্তির পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন এবং গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন এর যথাযথ ব্যবহারে। সৌরালোক ব্যবহার করে মোটর গাড়ি চালানো হচ্ছে, আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, জলের পাম্প চালানো হচ্ছে। অতি সম্প্রতি একজন বিমানচালক তথা সৌরালোক বিশেষজ্ঞ এক আসনের একটি বিমানে ভূপ্রদক্ষিণ করে ভারতেও এসেছিলেন।

বর্ধমানের 'সঙ্কল্প' গোষ্ঠী মানব জীবনের নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আগামী ১৮-২৩ জানুয়ারি 'সঙ্কল্প' সৌরশক্তি নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। নাম দিয়েছে সোলার টেকনিসিয়ান ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

উদ্বোধন করবেন অংশুমান মজুমদার। উপস্থিত থাকবেন ও আলোচনা করবেন পার্থ মণ্ডল, তাপস সামন্ত প্রমুখ অচলিত শক্তি দপ্তরের আধিকারিকগণ।

নতুন চিঠি

১৮ জানুয়ারি, ২০১৫

সিঙ্গুর থেকে শালবনি : ঐতিহাসিক পদযাত্রা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে তিনি কখনই নাকি কোনও বাধার সৃষ্টি করেননি। অথচ সারা বিশ্ব জানে তাঁরই আন্দোলনের ফলে সিঙ্গুরে মোটরগাড়ি কারখানা তিন-চতুর্থাংশ তৈরি হবার পরেও পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয় টাটাদের। যে শিল্প ও তার অনুসারী শিল্প এবং নাগরিক জীবনের উন্নতিতে শুধু সিঙ্গুর এলাকা নয়, সমগ্র হুগলি জেলাই সমুন্নত হয়ে উঠতে পারতো, তা আজ প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে। শুধু সিঙ্গুর নয়, শালবনীতেও। সারা পশ্চিমবঙ্গেই কৃষকের জমি রক্ষার নামে শিল্পায়নের পথে ধারাবাহিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গেছে। অথচ কৃষকদের স্বার্থে বামফ্রন্টের শাসনই ইতিহাস রচনা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে যে বিপুল কর্মসংস্থান হতে পারতো সে পথও বন্ধ হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিল্পপতিদের সম্মেলন করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্পপতিরা এই নৈরাজ্যের রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। তৃণমূল রাজনীতি পরিণত হয়েছে মোচ্ছব ও নানারকমের দান- খয়রাতির মাধ্যমে ঘুষের রাজনীতিতে। সেই সঙ্গে অর্থ লুঠের নানা সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়ে এক দুষ্কৃতীরাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন কারখানা হচ্ছে না, পুরাতন কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চটকল বন্ধ, চা-বাগিচা বন্ধ। চা বাগানের শ্রমিকরা ধারাবাহিকভাবে আত্মহত্যা করে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হয়েছে বি পি এম ও-র আহ্বানে সিঙ্গুর থেকে শালবনী পদযাত্রা। এই সম্মিলিত পদযাত্রার কেন্দ্রীয় শক্তি বামপন্থীরা ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে আজ মৌলিক প্রয়োজন তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে শিল্পায়নের পথে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের স্বাধীনতা দিবস কবে? কবে ভারত স্বাধীনতা হয়েছিল?
২. ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস কবে? কবে থেকে ভারত প্রজাতন্ত্রী হয়?
৩. ভারতের জাতীয় পতাকা সরকারি ভাবে কবে স্বীকৃত হয়?
৪. ভারতের জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ কী কী এবং তিনটি রঙের বৈশিষ্টখ কী?
৫. ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কী? কার লেখা? জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া কত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়?
৬. ভারতের আগে জাতীয় পশু কী ছিল? এখন জাতীয় পশু কী?
৭. ভারতের জাতীয় খেলা কী?
৮. ভারতের জাতীয় পাখি কোনটি?
৯. ভারতের জাতীয় সাপ কোনটি?
১০. ভারতের জাতীয় গাছ কোনটি?
১১. ভারতের জাতীয় ফুল কোনটি?
১২. ভারতের জাতীয় ফল কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নিঃস্ব বঙ্গে মহালগ্নির মোচ্ছব

সলিল ভট্টাচার্য

অতঃপর 'সুপবন বহিতেছে'। ঢাক ঢোল ক্যানেস্তারা বাজিয়ে যে গগনভেদী আওয়াজ তৈরি করা যায়, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে এই বঙ্গের মানুষকে বোকা বানানোর উদ্ভট চালাকির মিথ্যাচার ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে। আর দু'এক মাসের মধ্যেই বোধ করি পশ্চিমবাংলা বিধানসভার ভোটের আয়োজন চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই গোয়েবলস-প্রেতের সন্তান-সন্ততিরা রণাঙ্গনে সমুপস্থিত। চারশো বছরের বকেয়া কাজ তিনি মাত্র চার বছরেই সম্পন্ন করেছেন। এই রাজ্যে তাঁর অপার মহিমায় শান্তি-সুস্থিতির চমৎকার পরিস্থিতি বিরাজমান! এই রাজ্যে এখন নারীসমাজ চরম নিরাপত্তায় বেঁচে-বর্তে আছেন! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশিলার অপূর্ব সাধনপীঠের মতো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনলস বিদ্যাচর্চার পবিত্রতা অর্জন করেছে। এখন রাজ্যে অনাহার-অপুষ্টিতে কেউ মারা যায় না। 'কর্মহীন' শব্দটি এই রাজ্যের শাসকের অভিধান থেকে অন্তর্ধান করেছে। 'ধর্মমঙ্গল' আখ্যানে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের একটি অলৌকিক বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এই রাজ্যের প্রশাসনের যিনি সর্বাধিনায়িকা, তিনি নাকি ইচ্ছা করলেই পশ্চিমে সূর্যোদয় এবং পূর্বে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখাতে পারেন। অন্তত তাঁর ভক্তবৃন্দ এবং স্তাবকমণ্ডলী এমনতর ধারণাই পোষণ করে থাকেন। পৃথিবীকে এখনও পর্যন্ত এমন অঘটনঘটনপটিয়সী বিদ্যাদেবীর আবির্ভাব ঘটেনি, আর ঘটবেও না। তাঁর আবাহনে যে ন্যূনাধিক পঁচিশটি দেশের শিল্পপতি আর রাজপুরুষগণ বিশ্ব-বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সমবেত হবেন, এতে আর আশ্চর্য কি!

মনে পড়ছে এই সব শিল্পপতিদের একাংশ তাঁদের পশ্চিমি দূতাবাসের সখাদের নিয়ে বাম-সরকারের পতনের জন্য গোপন যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা এখন আর গোপনে নেই। এখন ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল শেষ হয়ে গেলেও হঠাৎ রিপ্-ভ্যান উইঙ্কেলের মতো ঘুম ভেঙে মনে পড়েছে, এই রে বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছে। চার-বছরে এই রাজ্যে কোনও শিল্পায়ন তো হল না—লগ্নির কথাও লোকে আর বিশ্বাস করতে চাইছে না। সুতরাং একটা জমকালো মোচ্ছব করা যাক। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। তাই যে বিপুল আয়োজনে কোলকাতার বুকে শিল্পায়নের কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল, তাতে পারিষদবর্গ তো বটেই, বঙ্গবাসীরা মোহিত হলেন, পুলকিত হলেন। ভোটের আগে এইবার নির্ঘাত একটা এসপার ওস্পার হবেই—এই আশাতে কেউ কেউ বুক বাঁধলেন।

কিন্তু শিল্পোদ্যোগীরা কী করলেন আর কীই বা বললেন। সাতমন নয়, সাতশো মন তেল পুড়লেও শিল্পায়নের রাধা কিন্তু নাচল না। একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্গত রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন করতে গেলে আগে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হত। মাশুল-সমীকরণ নীতি, লেটার অফ ইনটেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে বামপন্থীরা যে আন্দোলন করেছিলেন, তার ফলেই এই রাজ্যে বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা, হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল সহ অনেক ছোট-বড়ো শিল্প-কারখানা বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে গড়ে উঠেছিল। এই সরকারের জনমুখী কাজ ক্রমশ জনগণের আস্থা অর্জন করছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-পোষিত বিশ্ব-কর্পোরেট সংস্থা, আর দেশীয় নানা কিসিমের শোষক শ্রেণির কাছে এই অবস্থা অসহনীয়, চক্ষুশূল হয়ে উঠল। জার্মান বুর্জোয়াদের প্রভুত্বকামী শক্তি যেমন করে একটা সময় হিণ্ডেনবুর্গকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, আবার পছন্দের কম্পাস ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়ায় যেমন একটা অপছন্দের হিটলারকে ক্ষমতায় বসায়, এই রাজ্যে তেমনি করেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনে একটা চরম স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হল। আপাত নিরীহ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় এই রাজ্যে বামবিরোধী পরিবর্তনপন্থীরা তৃণমূলি সরকারকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং সুশাসনের আশা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই মোহভঙ্গ হচ্ছে এবং এটাই ইতিহাসের লিখন। অবশ্য চরমদুর্নীতিগ্রস্ত 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'। বাংলাকে নিঃস্ব করে দিয়ে এই রাজ্যে যে নৈরাজ্যের অপশাসন চলছে, মানুষ তার অবসান চাইছেন। অমিত মিত্র মশাই যে বণিক মহামণ্ডল 'ফিকি'র কর্মকর্তা ছিলেন, সেই সমস্ত নথিপত্র প্রমাণ করছে যে ২০১১ সালের আগে যে সরকার ছিল, তারা এই তৃণমূলি সরকারের আমলের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগমণ শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিল। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গোটা দেশের অবস্থানে (এন.এস.এস ও সূত্রানুসারে) গুজরাট থেকে শুরু করে হরিয়ানা পর্যন্ত সকলের চেয়ে ২০০৪ থেকে ২০১১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ২৪.০ শতাংশ সম্পূর্ণ করেছে। এই সরকার বাম-আমলের তৈরি ছেলের বাপ হিসেবে তদারকি জমি-শ্রম-মূলধন আর সংগঠন নিয়ে করছে। এখানকার সরকার যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন কার্যত মহালগ্নির মোচ্ছব মাঠেই মারা গেল। বিনিয়োগ নিয়ে শিল্পোদ্যোগীরা টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করছেন না। যে রাজ্যে দিনের পর দিন রক্ষকবাহিনীর ছোট-বড়ো-মেজো পুলিশের কোথাও না কোথাও জীবনহানি ঘটছে, যে রাজ্যে সিণ্ডিকেট রাজ্যের শিরোপা নিয়ে প্রশাসকদের চ্যালা-চামুণ্ডারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে এই ভয়ঙ্কর কুৎসিত পরিবেশে শিল্প-স্থাপনের জন্য কেই বা এগিয়ে আসবে?

যারা টাটা কোম্পানিকে তাড়িয়ে দিয়ে সিঙ্গুরকে মহেন-জো-দারোর আধুনিক সংস্করণে রূপান্তরিত করল, যারা নন্দীগ্রামে মাওবাদী সহ নানা ধরনের দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবে শিল্পের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করল, সেইসব ধ্বংসাত্মক শক্তি আজ রাজ্যের প্রশাসনের ছত্রছায়ায় রমরমিয়ে বেড়ে উঠেছে। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষে এখন তারা শান্তির ললিত বাণী শোনাতে চেষ্টিত। কিন্তু তাদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে জনগণের অগ্রগতির রথ অন্ধকার বিনাশ করবেই।

পাঠকের কলম

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

বিষয় : পৌষ সংক্রান্তি

এল পৌষ সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমীতে গঙ্গাদেবী মর্ত্যে আগমন করলেন ভগীরথের তপস্যায় সাড়া দিয়ে এবং দশবিধ পাপ থেকে ধরাকে মুক্তির ব্যবস্থা হল। এই দশহরা উপলক্ষ্যে গঙ্গোত্রী ও অন্যত্র ভাগীরথী নদীতে পুণ্যার্থীর সমাবেশ ও স্নানে যে যাত্রা শুরু তার পরিসমাপ্তি সাগর সঙ্গমে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে সারা ভারত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নানের মাধ্যমে। সারা ভারতে নানা সংস্কৃতিতে ১ মাঘ পালিত হয়ে আসছে বিশেষ পুণ্যদিন রূপে। ১ মাঘ সূর্যের দক্ষিণায়নে অর্থাৎ পিতৃলোকে ভ্রমণের পর উত্তরায়ণে দেবলোকে ভ্রমণের সূচনা। শারদ বিষুবের পর যে ক্লেশকর শীত ঋতুর সূচনা তার অবসানে বসন্তের বার্তা আনে মকর সংক্রান্তি। এই কাল দেবতাদের জাগরণের কাল এবং তার আবহন হয় পুণ্যস্নান, বিহু দক্ষিণ ভারতে পোঙ্গল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। গঙ্গাদেবীর মকর বাহনে মর্ত্যে আগমন এবং সূর্যের মকরমুখ রথে ভ্রমণের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করতে আকাশগঙ্গার অবস্থান পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণই প্রকৃতপক্ষে ঋতুভিত্তিক পূজাপার্বণের ভিত্তি।

সমস্যা অন্যত্র। যে কোন স্কুলপাঠ্য ভূগোল বইয়ে লেখা থাকে যে ২২ ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণায়ন সমাপনান্তে উত্তরায়ণের সূচনা হয়ে থাকে। পঞ্জিকা অনুসারে এই দিন প্রকৃত সায়ন মকর সংক্রান্তি দিবস এবং উত্তরায়ণ শিশির ঋতু (১ মাস) ও বৈদিক মাস তাপস (মকর) আরম্ভ। অথচ সারা ভারতে ঐ পুণ্যলগ্ন পালিত হচ্ছে কমবেশি ২৪ দিন পরে, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি। বার তিথি নক্ষত্র যোগ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ধার্মিক ভারতবাসীর এই আচরণের তাৎপর্য পঞ্জিকাকাররা জানেন, কিন্তু তাতে সাধারণভাবে কোনো আলোচনার পরিসর তৈরি হয় না। ধার্মিকব্যক্তি একে মকরস্নান বলেই জানেন, ফলে ২২-২৩ ডিসেম্বর প্রকৃত উত্তরায়ণ হলেও সূর্য ধনু রাশিতে অবস্থানের কারণে তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে না।

প্রাচীনত্ব জানা নেই, তবে বোধ হয় এইটুকু অনুমান করা যায় যে যেকালে এই মকর সংক্রান্তির স্নানের প্রথা বিধিবদ্ধ হয় সেকালে সূর্যের মকর সংক্রান্তি ও প্রকৃত সায়ন মকর সংক্রান্তি একই দিনে ঘটত। ২৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ ভারতীয় সময় ২২ ঘন্টা ৫৩ মিনিটে চিত্রা নক্ষত্রের বিপরীত বিন্দুতে বাসন্ত বিষুবের সূচনাকারী মেষাদিবিন্দু কল্পনা করে যে নাক্ষত্রবর্ষের গণনা করা হয় সেই অনুসারে মকর সংক্রান্তি মকর রাশিতেই হত। কিন্তু অয়নচলন হেতু বাসন্ত বিষুবের (২১ মার্চ) বৎসরে ৫০″৩′ বা ২০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড পশ্চিমে পশ্চাৎগতির ফলে নিরয়ণ রাশিচক্রের মেষাদিবিন্দু বর্তমানে প্রায় ২৪ অংশ বা ডিগ্রি পশ্চিমে অবসৃত হয়েছে। এই পশ্চাৎগতির মান গড়ে ৭২ বৎসরে এক ডিগ্রি ধরলে বর্তমান কালসীমাতেই উপস্থিত হওয়া যায়। ভারতবাসী ২৮৫ খ্রিস্টাব্দ বা তারও পূর্বের কালে মকর রাশিতে সূর্যের পিতৃযান থেকে দেবযানে সংক্রমণের স্মৃতিই উদযাপন করেন পুণ্যস্নানের মাধ্যমে। স্বল্পজ্ঞানে এইটুকুই অনুমান। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হলে ভাল হয়।

—সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী, বাবুরবাগ, বর্ধমান -০৪

দেশ, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি

যদিও সন্ধ্যা আসিছে

শিবানন্দ পাল

দেশে দুর্নীতি ও দুঃশাসনের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী দেশের ও এরাজ্যের দরিদ্রতর মানুষগুলো। ১৯৯১ সাল থেকে দেশের কেন্দ্রের সরকারের অনুসৃত আর্থিক নীতির পরাক্রমে কৃষিতে সংকট, শিল্পের প্রসার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, কর্মসংস্থান দিনের পর দিন সঙ্কুচিত, রেশন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে গরিব মানুষদের না খাইয়ে মারার প্রক্রিয়া দ্রুত থেকে দ্রুততর, পাশাপাশি প্রশাসনের স্বৈরাচারী আস্ফালন এবং বে-সরকারি পুঁজিকে তুষ্ট করার নানা আয়োজনের লক্ষ্যে নিরন্তর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, দেশকে কোন অতলে নিয়ে চলেছে আপাতত তা ঠাহর করা যাচ্ছে না।

বিশেষত বে-সরকারি মালিকরাই এখন দেশের নিয়ন্ত্রক। তাঁদেরই সিদ্ধান্তানুযায়ী জাতীয় কংগ্রেসকে সাইড লাইনের পাশে বসিয়ে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই ভেবে দৌড়তে মাঠে নামানো হয়েছে যে পুরনো বেতো ঘোড়াটার বদলে নতুন ঘোড়া উদার নীতির ময়দানে আরো ভালো ছুটবে। কিন্তু এ ঘোড়া প্রথম থেকেই ল্যাংচাতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় দেশের দরিদ্রতর শ্রেণীর ওপর শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চাহিদাও ততটাই বাড়ছে। এই চাহিদা পূরণ করতে পারার সম্ভাবনা এক মাত্র দেশের বামপন্থী শক্তির। অথচ এই সময়ে দেশের বামপন্থী শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় সম্প্রতি বামপন্থীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছেন—বিপুল সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। অতএব মাভৈঃ!

শূন্য থেকে শুরু- দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট তেজিয়ান আহ্বান, শোষিত নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করছে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন এরাজ্যের মানুষ, সমাজবিরোধীসমাচ্ছন্ন শাসক দলটির বিরুদ্ধে রক্তের বদলে রক্ত ঝরাবার আহ্বান—কোন সকালকে তুলে আনতে চলেছে তা অবশ্য ভাবীকাল স্পষ্ট করবে। কিন্তু সাত সকালে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে সংবাদপত্রের হেডলাইনের প্রথম খবরটা যখন পড়ি, 'চা-বাগানে শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু'! কেমন লাগে আমাদের! একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন চলছে।

আর যিনি সরকারের আইনি মুখ, এত উচ্চৈঃস্বরে এই মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বীকার করছেন—এমনভাবে যে বাসি মুখে চায়ের চুমুকের সাথে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিরও জন্ম দিচ্ছে। 'ক্ষতে নুন ছেটাবেন না!' —হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উষ্মা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমাদের বুঝে নিতে হচ্ছে, পৌষ-পার্বণের পিঠে-পুলির সাথে শিল্প-শিল্প মৌতাত এবং শাসক দলটির জন্মদিনের মোচ্ছবের মধ্যেও এরাজ্যের সমাজদেহে ক্ষতটা কতটা গভীরে জ্বলজ্বল করছে! সেটাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে, আমরা বঙ্গবাসী বর্তমানে এতটাই সমাজ সচেতন, রাজনৈতিক সচেতন জীব!

দিনের পর দিন, সমাজের একটি অংশের মানুষ খাদ্যাভাবে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে প্রাণ দিয়ে চলেছেন! তাঁদের না আছে আহারের সংস্থান, না আছে সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ! চলমান মৃতদেহের সারি—সরকারের কোনও হেলদোল নেই! সমাজে হেলদোল সৃষ্টি করার ক্ষমতা যাঁরা রাখেন, দেশের সেই ছাত্র-যুব সমাজ, তাঁরাও 'ফেসবুক' আর 'হোয়াটস আপ' নিয়ে মত্ত হোক কলরবে। ক্যাম্পাসে তাঁদের চাই শান্তি! দেশ চুলোয় জ্বলুক!

ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু, সভ্যতার এমন এক বিসদৃশ, বীভৎস স্বরূপ সামাজিক লজ্জাবোধের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। আর সমাজে যে সব চিন্তাবিদ-বিদ্যাজীবীরা কাজু বাদাম চিবিয়ে, পাণীয়ে চুমুক দিয়ে দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমে কচি চিকন মসৃণ চামড়ায় লালিত মুখশ্রী নিয়ে পরম অবহেলায় এই সব ঘটনার ময়না তদন্ত করেন নিজেদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করেন, তাতে আর যাই হোক সমাজের মানবিক মুখ নয় অমানবিক চেহারাই প্রকটিত হয়!

চা-বাগানের শ্রমিক, কয়লা খাদানের শ্রমিক, পাথর খাদানের শ্রমিক- সব খাদানের শ্রমিকদেরই দুর্দশার কথা এদেশে নতুন নয়। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থায় দেশান্তরী, সর্বস্বহারানো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর 'ছিন্নমূল' অসহায়তাকে মূলধন করে যে পুঁজি একদিন সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটিয়েছিল, সে পুঁজি আজ কোথায়? ঘোষিত-অর্জিত শ্রমিকদের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করে কোনও রকমে তাঁদের জৈবিকভাবে বাঁচিয়ে রেখে বছরের পর বছর যে শোষণ চলেছে, সে পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে এমন সংগঠিত শক্তিই বা আজ কোথায়?

দরিদ্র শ্রমজীবী, পশ্চাৎপদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ- ওদের কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে! সরকারের ঘোষিত দৈনিক নূন্যতম মজুরি যেখানে ১৯৩ টাকা, সেখানে মাত্র ৯০ টাকাতেই তারা কাজ চায়। তবু কাজ পায় না। বন্ধ, রুগ্ন চা-বাগান চালাতে যে শতাব্দীপ্রাচীন কংকালসার পরিকাঠামো কবন্ধ হয়ে আজ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে চালু রাখতে গেলে যে পুঁজির বিনিয়োগ প্রয়োজন তা কেন করবে পুঁজির মালিক; যেখানে কম মজুরিতে কাজের লোক মেলে, নতুন প্রযুক্তি এসেছে!

অতএব ... ?

সরকার বলছে এদের জন্য খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকার বলছে, মাসে ৩৫ কিলোগ্রাম চাল দেওয়া হচ্ছে। খাদ্য সুরক্ষার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবাগুলোর সুচারু সুব্যবস্থা হয়েছে—এ অমৃত ভাষণ যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করা অসম্ভব! এদেশে গরিব মানুষগুলোর রোগভোগ, দারিদ্র, অসহনীয় জীবনমান এমনই যে তার সাথে মদ্যপানের যোগটা খুবই স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা পায়। তাই চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যু হতেই পারে না! লোকগুলো সব মারা যাচ্ছে মদ খেয়ে! ওরা সব আদিবাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলি মানুষ, আধুনিক চিকিৎসা করাতে অপরাগ, জড়ি-বুটি ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসী মানুষগুলো, ওদের পকেটে থাকে অনেক অনেক টাকা- ওরা মদ খেয়ে ফুর্তি করে ..... । অতএব... এই মৃত্যুর মিছিল চলবেই। অপুষ্টিতে জরজর হাজারে হাজারে নারী-শিশু-বৃদ্ধ বাগিচার পর বাগিচা জুড়ে প্রতিদিন মরবে।

চা-বাগানগুলো কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে এই মৃত্যুর স্মৃতি নিয়ে, এ রকম কত শত মৃত্যু তারা প্রত্যক্ষ করেছে শতাব্দীর ইতিহাস জুড়ে। ওদের গায়ে লাগে না। ওরা হাসে। হাসতে হাসতে গুণে যায় মৃত্যুর সারি সারি মিছিলকে—রাম এক, রাম দুই, রাম তিন ... !

দেশে নির্বাচিত সরকার থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে গো-মাংস থাকার মিথ্যে অভিযোগ তুলে হিন্দু ধর্মোন্মাদ কিছু লোক এখন কোনও মুসলমানকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, নয়তো কাউকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে যখন তখন যে কোনও জায়গায় যাকে খুশি হত্যা করতে পারে, তেমন বই লিখলেও ছাড় পাবে না কেউ—এই হত্যার রাজনীতি থেকে। সেই বই যিনি উন্মোচন করতে চাইবেন তাঁর মুখমণ্ডলকে কালিমালিপ্ত করে দেওয়া হতেই পারে। টেলিফোনে ভীতি প্রদর্শন—মুখ বন্ধ করো, নইলে তুমিও মুরগি হবে! হিন্দু পাড়ায় কোনও এক সকালে দেখা যাবে গরুর কাটা মুণ্ড শোভা পাচ্ছে—এমনই নৈরাজ্যের দিন আজ ঘনিয়ে এসেছে!

অন্ধকারে শুধু আলোর পাখি একজনই। যিনি বলতে পারেন—'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে ... !'

ঝাড়খণ্ডের প্রাস্তাবিত বরাকর-সুবর্ণরেখা-দামোদর সংযুক্তিকরণ প্রকল্প

বর্ধমান জেলার ক্ষতি হবে কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে

কিশোর মাকর

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। এই নদীগুলি আবার কোনটা সারা বছর বরফগলা জলে পুষ্ট, আবার বেশি নদীই বর্ষার জলে সৃষ্ট। এরফলে কোথাও রয়েছে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, আবার কোথাও রয়ে গেছে জলের ঘাটতিপ্রবণ এলাকা। সুষম বন্টনের লক্ষ্যে ভারতের নদী, জলধার ও খালগুলিকে একটি নেটওয়ার্ক দ্বারা যুক্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। একেই বলা হচ্ছে নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প। এই ধারণাটি প্রথম নিয়ে আসেন স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার ১৯২৬ সালে। পরবর্তীকালে কে.এল রাও এবং ক্যাপ্টেন দাস্তুর ১৯৭০ সালে এবং ১৯৮০ সালে প্রস্তাব তৈরি করেন। তারই হাত ধরে ভারত সরকার National Water Grid স্থাপন করে। ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে বাড়তি জল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জলের ঘাটতি পূরণ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে National Water Development Agency (NWDA) গঠিত হয়। যারা ভারতীয় নদী সংযোজন -এর একটি জাতীয় পরিকল্পনা নেওয়ার দায়িত্ব নেয়। এই সংস্থা সংযোজন প্রকাল্পটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করে—

১। উত্তর হিমালয়ের নদী সংযোজন

২। আন্তঃরাজ্য নদী সংযোজন।

৩। দক্ষিণ উপদ্বীপীয় ভারতের নদী সংযুক্তিকরণ।

বিশেষ উল্লেখ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী সরকারের আমলে প্রাকল্পগুলি গতি পায়।

আমাদের আলোচনা আন্তরাজ্য নদী সংযোজন প্রকল্প নিয়ে। এই প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের দুই নদী কেন এবং বেতওয়ার সংযুক্তিকরণ ঘটেছে। সাফল্য এসেছে কিনা তা জানা যায়নি। এখন জোর চর্চা চলছে ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রস্তাবিত তিনটি নদী নিয়ে বরাকর-সুবর্ণরেখা-দামোদর সংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে। এটিও আন্তঃরাজ্য নদী সংযোজন প্রকল্প। ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ দুটি রাজ্যকে নিয়ে এই প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গের বেশিটাই আবার বর্ধমান জেলাকে নিয়ে।

১১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগামী মার্চ মাসে প্রকল্পটির কাজ শুরু হলে কার কতখানি লাভ তা নিয়ে চলছে জোর কাজিয়া। নদী বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী

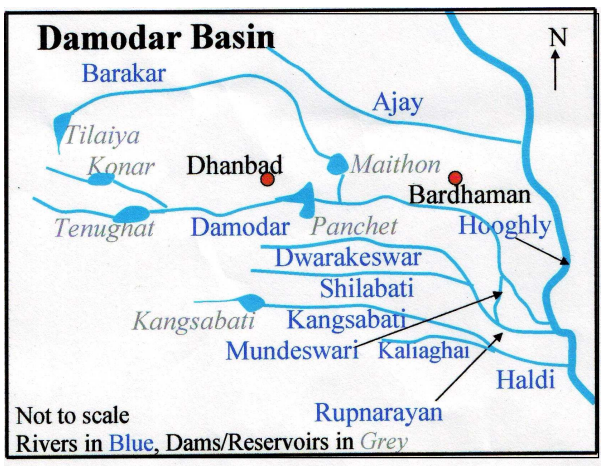

প্রকল্পটি আদৌ কার্যকরী হবে না। পাবে না সাফল্য। এই প্রকল্পটি পুরোপুরি বৃষ্টির জলে পুষ্ট। সবথেকে কম বৃষ্টিপাত অঞ্চল বলে জানা আছে। এখানে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১০০০-১২০০ মিলি মিটার। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের অর্ধেক। খরাপ্রবণ এলাকা বলে পরিচিত। সাধারণত এই নদীগুলিতে বছরে মাত্র তিনমাস জল থাকে। এহেন প্রায় নদীর মধ্যে যদি আবার সংযুক্তিকরণ করা হয় তাহলে কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে সৃষ্ট ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা, কুমারী প্রভৃতি। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে সৃষ্ট নদীগুলির উচ্চ আববাহিকা অঞ্চল ঝাড়খণ্ড এবং নিম্ন আববাহিকা অঞ্চল পশ্চিম বাংলা। তাই প্রকল্প রূপায়িত হলে সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। সর্বোপরি বর্ধমান জেলাকে। অন্যদিকে নদী বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী শুষ্ক নদীগুলি পরপর যুক্ত হলে সমস্ত নদী অববাহিকাগুলি সব দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন নদীর জলস্তর, ভূ-জলস্তর, নদীর স্বাস্থ্য, নদীর বাস্তুতন্ত্র, নদীর প্রবাহমানতা, নদী প্রবাহের গতিপ্রকৃতি সবটাই এলোমেলো হবে। ক্ষতি হবে নদীমাতৃক মানব সভ্যতার। বাধা পাবে প্রকৃতির ভারসাম্য।

প্রস্তাবিত প্রকল্প

ঝাড়খণ্ডের প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী বরাকর নদের ৭৬০ লক্ষ কিউবিক মিটার জল ১১৪ কিমি সংযোগকারী খাল খনন করে ঝাড়খণ্ডের সুবর্ণরেখা নদীতে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য ভালপাহাড়ি এলাকায় একটি চেক ড্যাম তৈরি হবে। বর্ষার জলকে এই ড্যামে ধরে রেখে রাঁচির কাছে মুড়ি এলাকায় সংযোগকারী খালের মাধ্যমে সুবর্ণরেখা নদীতে ফেলা হবে। এই ৭৬০ লক্ষ কিউবিক মিটার জলের মধ্যে ২০৭ এম.সি.এম জল ব্যবহার হবে ঝাড়খণ্ডের কৃষিকাজে, ৩০ এম.সি.এম জল ব্যবহার হবে পানীয় জলের জন্য এবং ৪৯৩ এম.সি.এম জল ব্যবহার হবে শিল্প এবং বাণিজ্যিক কাজে।

২০১২ জুন মাস নাগাদ ঝাড়খণ্ড সরকার প্রস্তাবিত ডিটেল্ড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডি.পি.আর) NWDA সংস্থাকে দেয়। সংস্থার ৬ জনের কেন্দ্রীয় দল প্রকল্পটি পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় জল সম্পদ দপ্তরকে রিপোর্ট দেয়। ঝাড়খণ্ডের জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রপ্রকাশ চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন ১১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি কেন্দ্র শীঘ্রই অনুমোদন দেবে। এ ব্যাপারে জলসম্পদ মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ঝাড়খণ্ড সরকারকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে সেপ্টেম্বর মাসে। পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের সচিব নবীন প্রকাশ রাজ্য সরকারের মতামত ব্যক্ত করেন।

এই প্রকল্পকে ঘিরে বর্ধমান জেলার মানুষ খুবই আতঙ্কে আছে। ইতিমধ্যেই বর্ধমান জেলা কৃষকসভা এই প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র-র মাধ্যমে আপত্তির কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। এমনকি এই ইস্যুকে সামনে রেখে জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সভা জাঠা করেছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেলিফোনে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জানান আমাদের অনুমতি ছাড়া এই প্রকল্প করা যাবে না। কেন্দ্রকে চিঠি দিয়ে বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন।

দামোদর নদীকে জেলার সুখের নদী বলা হয়। এই দামোদর নদীর জলের মূল উৎস বরাকর নদ। প্রকল্প রূপায়িত হলে তার প্রভাব সরাসরি দামোদরের নিম্ন অববাহিকা অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে এসে পড়বে। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমানের কৃষি। ক্ষতি হবে সমগ্র শিল্পাঞ্চল। ধাক্কা খাবে শিল্পাঞ্চলের পানীয় জলের ব্যবস্থা।

লেখাটিতে সাহায্য করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশীষ ঘোষ এবং গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যানসার আক্রান্ত ছাত্রের পাশে বর্ধমান

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : কঠিন দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব মেধাবী ছাত্র আশীষ ধারা। গবেষণারত ছাত্রটিকে বাঁচাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। টাকা জোগারের জন্য পথে নেমেছে তাঁর সহপাঠীরা। দু'হাত ভরে এগিয়ে এসেছে বর্ধমানের মানুষ। এগিয়ে এলেন না বর্ধমানের দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ইট, কাঠ, পাথরের উন্নয়নে ব্যস্ত উপাচার্যের কাছে হার মেনেছে তার সহপাঠীরা।

বার বার কড়া নেড়েছে উপাচার্যের ঘরে। তবু টলেনি তাঁর মন।

হাল ছাড়েনি তাঁর সহপাঠীরা। ১৪ জানুয়ারি উপচার্যের কাছ থেকেই তার সহপাঠীরা সহায্যের জন্য বি সি রোডে নামে। ঐদিন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সাহায্য আসে। ছাত্রীরা নিজের ওরনাকে আঁচল করে সাহায্য চায়। পথচলতি মানুষ এবং দোকানদাররা এই সাহায্য দেয়। পুরপতিও এগিয়ে আসেন। দশ হাজার টাকার চেক দেন সহপাঠীদের হাতে। সমস্ত টাকাই চলে যাচ্ছে মুম্বাই-এ টাটা রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি হওয়া রোগীর কাছে।

কে এই আশীষ ধারা? বর্ধমান শহরের খাজা আনোয়ার বেড়-এ একটি ছোট্ট টালির ঘরে বাস। বাবা সোনা ধারা একজন দিনমজুর। বাবা, মা, ভাই, বোন-এর সংসারে বাবাই একমাত্র রোজগেরে। ২০০৭ সালে মাধ্যমিকে ৭৫ শতাংশ নাম্বার পেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার স্বপ্ন ছিল। অর্থের অভাবে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পাশ করে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে পাশ আউট হয়। টিউশনি এবং অপরের সাহায্যে এই পড়াশোনা। এরপর নেট কোয়ালিফাই করে পি.এইচ ডি তে প্রস্তুতি শেষ। এমন সময় তার দেহে দুরারোগ্য ক্যানাসার বাসা বেঁধে সব কিছুই তছনছ হয়ে গেল। মরন-বাঁচনের লড়াই-এ বাবা শেষ সম্বল মাথা গোঁজার ঠাঁই বাড়ির উঠোনটুকু বিক্রি করে দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চিকিৎসার জন্য মুম্বাই পাড়ি দিয়েছেন।

যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ৭৩৮৪৫৮৫৩০৯ মেবাইলে যোগাযোগ করুন।

কালনায় ভাগীরথী নদীর মাটিও লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জানুয়ারি : মাটি মাফিয়াদের উৎপাত আর ডাঙার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তাদের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে এখন ভাগীরথী নদীর তলাতেও। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নদীতলের মাটি ডাঙায় এনে তা নির্বিচারে চালান হয়ে যাচ্ছে। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। ফলে প্রতিনিয়ত পাড়ের কৃষিজমি ভেঙে গিয়ে নদীর গতিপথ-এর পরিবর্তন ঘটছে।

এতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককুল এবং হারিয়ে যাচ্ছে ভাগীরথীর আপনমনে বয়ে যাওয়া গতিও।

রাষ্ট্রসংঘ ২০১৫ সালকে 'বিশ্ব মৃত্তিকা বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থার নাম 'বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য-সংস্থা'। সংস্থার ডাইরেক্টর জোনা গুটিয়ানো ডি সিলভা বলেছেন মাটির অজস্র ব্যবহারের কথা মানুষ সঠিকভাবে ভাবে না। মাটি হল খাদ্য তৈরির ব্যপারে মানুষের পরম বন্ধু। মাটির কণ্ঠস্বর নেই। কথা বলতে পারে না। মাটির হয়ে কাউকে না কাউকে কথা বলতেই হবে। কিন্তু কালনার মাটি নিয়ে যাদের সর্বপ্রথম কথা বলার কথা সেই প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। অভিযোগ মাটি মাফিয়াদের মদত দিচ্ছে প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল। তাই কালনা আদালতের সম্মুখ থেকে, এস-ডি-ও বাংলোর ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব থেকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় মাটি লুঠ হয়। কেউ দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না।

আদালতের নিকটেই প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু করের বাড়ি। তিনি বলেন, ভাগীরথী চরের মাটি যেভাবে লুঠ হচ্ছে, তাতে আমার বাড়িটা ধ্বসে পড়ে না যায়। প্রশাসনকে জানিয়েও কিছু হচ্ছে না। মাটি মাফিয়াদের লুঠের গতি অব্যাহত। বর্ধমানের দামোদর নদের বালি চুরি রুখতে প্রশাসন মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছে আবার আক্রান্তও হচ্ছে। কিন্তু ভাগীরথী নদীর বালি চুরি রুখতে কোনো পদক্ষেপ নেই প্রশাসনের। ফলে প্রায় প্রতিদিনই ভাগীরথীতে একটা করে মাটি তোলার যন্ত্র বসছে। ভাগীরথী পবিত্র গঙ্গা নদীর একটা অংশ। জাতীয় এই নদীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কতই না কেন্দ্রীয় ভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মাটি চুরি বন্ধ করে এই নদীকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেই কেন? প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার মানুষ। পরিবেশবিদরা বলে থাকেন একটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সভ্যতা। যদি সেই নদী ধ্বংস হয়, তাহলে সভ্যতারও অবলুপ্তি ঘটে। তাহলে ভাগীরথী নদীকে ধ্বংস করতে যারা উদ্যত হয়েছে তাদের থামাতেই হবে। সরব হচ্ছেন ভাগীরথী নদীপাড়ের কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ। গণ-সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণ-আন্দোলনও শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে বর্ধমান জেলার ভাগীরথী নদীর ১২০ কিমি পাড় জুড়েই।

মৌমাছিকে ভালোবেসে

আলেক শেখ

সাধ্যাতিত লালন পালনই নয়, রীতিমত মৌমাছিদের হুল ফোটানোর তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেই মধু সংগ্রহের কাজ করতে হয় সংগ্রহকারীদের। এবার মধু সংগ্রাহকদের উপর বাড়তি চাপ হিসাবে হাজির হয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, স্থানীয় তোলাবাজদের উৎপাৎ, মধুর দাম কমে যাওয়া প্রভৃতি।

হুগলি জেলার বলাগড় থানার জিরাটের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ সমাদ্দার একজন মধু সংগ্রাহক। একমাত্র বর্ষার সময় ছাড়া তিনি বিভিন্ন জেলায় খুড়ে খুড়ে মধু সংগ্রহ করেন। তাঁর কাছে রয়েছে ১১০টি মৌমাছির বাক্স। যেখানে যে সময় ফুল ফোটে গৌরাঙ্গবাবু বাক্সগুলি নিয়ে সেখানে হাজির হন। এক সপ্তাহ ধরে মৌমাছিরা বাক্সে মধু জমা করার পর সেই মধু সংগৃহীত হয়।

গৌরাঙ্গবাবু বর্তমানে কালনায় এসে সরষের মধু সুগ্রহ করছেন। তাঁর দলে রয়েছেন পাঁচজন কর্মী। প্রত্যেকের কম বেশি মাস কাবারি বেতন আছে। গৌরাঙ্গবাবু জানান এবার বেতন দিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কারণ হিসাবে তিনি জানান আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় মধু উৎপাদন অনেক কম। স্থানীয়ভাবে গজিয়ে ওঠা দাদাদের আবদারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর আবার মধুর দামও কমে গেছে। সংগ্রহ করা মধু তিনি সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে বেচতে পারেন না। কারণ বর্ষার সময় মধু সংগ্রহ হয়না। তখন মৌমাছির বাক্সগুলি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে হয়। এই কাজ করতে গিয়ে কলকাতার মহাজনদের কাছে হাত পাততেই হয়। মধু দিয়ে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তাই মধুর দাম হবে তা বাজার ঠিক করে না, ঠিক করে মহাজনরাই। মধু বিক্রির স্বাধীনতা থাকলে দামটা আমরা বাজারের মতোই পেতাম। কিন্তু তা পাই না।

মধু সংগ্রহ করার সময় তাদের কতটা ঝুঁকির মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়, তা ৩১ ডিসেম্বর কালনার নশীপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেল। মৌমাছির বাক্সগুলি যার বহন করছেন তারা বিশেষ ধরনের জাল লাগানো টুপি পড়ে। আর যে বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করছেন সেটি একটি বড়মশারির ভিতরে বসে বিশেষ পদ্ধতিতে মধু সংগ্রহ করছেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হিসেবে গৌরাঙ্গবাবু জানান, বাক্স উঠানো নামানো করলে মৌমাছিরা ক্ষুব্ধ হয়। আমাদের শরীরে যেখানে সেখানে হুল ফুটিয়ে সেই ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ ঘটায়। তিনি আরও জানান প্রতিটি বাক্সে একটি করে রানি মৌমাছি আছে। মধু সংগ্রহের পর রানি ক্ষুব্ধ হয়ে বাক্স থেকে উড়ে গিয়ে পাশের কোনো গাছে বসে। শ্রমিক মৌমাছিরা সেখানে গিয়ে মৌচাক তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন বিশেষ পদ্ধতিতে রানি মৌমাছির অভিমান ভাঙিয়ে বাক্সে ফিরিয়ে আনতে হয়। এছাড়াও মৌমাছিদের অসুখ-বিসুখও আছে। তখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। একটু অসাবধান হলেই মরণ লেগে মৌমাছি সব শেষ হয়ে যাবে। তাই আশঙ্কা নিয়েই আমাদের পথ চলা। তবুও আছি এই পেশায়, মৌমাছিগুলিকে যে খুব ভালো বেসে ফেলেছি যে।

'সরকারি কোন সাহায্য পাইনি' বলতেই

কৃষি মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে মেজাজ হারালেন মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জানুয়ারি : জনৈক মহিলা 'কোন সরকারি সাহায্য পাইনি' বলতেই কৃষি মেলার উদ্বোধনী মঞ্চেই বক্তব্য রাখার সময় মেজাজ হারিয়ে ফেললেন এক মন্ত্রী। মহিলার উদ্দেশ্যে ধমক দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই কথা বিগত ৩৪ বছরে বলার ক্ষমতা আপনার ছিলো না। ঘটনাটি ঘটে আজ কালনা ২নং ব্লকের নেপাকুলিতে অনুষ্ঠিত কৃষি মেলায়।

সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত এই কৃষি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর সরকার সাধারণ মানুষকে কী কী দিয়েছে তার একে একে তালিকা দিতে থাকেন। তার মাঝেই মঞ্চের সামনে থেকে পূর্ণিমা ধারা নামের এক মহিলা বলে ওঠেন আমি সরকারিভাবে কিছুই পাইনি। এই কথা শুনেই মন্ত্রী মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। আপনি নিজে কিছু পাননি—সেকথা কি এখানে বলার কথা? পূর্ণিমা ধারার বাড়ি দত্ত ঢাড়িয়াটন গ্রামে। তাঁর বক্তব্য সি পি আই(এম)-এর রমরমার সময় থেকে আমি তৃণমূল দলটা করে আসছি। সি পি আই(এম)-কে ওয়াকওভার না দিয়ে আমার স্বামীকে তৃণমূলের প্রার্থী করেছি। আর আমি তৃণমূলের সাড়ে চার বছরের রাজত্বে কিছুই পাইনি। অথচ আমাদের শরীরটা ছাড়া কিছুই নেই। ঘরটা পর্যন্ত নেই। ঝড়-বৃষ্টি হলে অপরের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। তৃণমূল আমাকে দেখেনি, সেই সত্য কথাটাই আজ সবার সামনে বলেছি। এতে আমার যা হবার হোক।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট; ২। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি; ৩। ১৯৪৭ সালে ২২ জুলাই; ৪। গেরুয়া, সাদা ও সবুজ, গেরুয়া—সাহস, সাদা—সত্য ও শান্তি এবং সবুজ— বিশ্বাস ও প্রাচুর্যের প্রতীক; ৫। 'জনগণমন ...' বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ, ৫২ সেকেন্ড; ৬। সিংহ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার; ৭। হকি; ৮। ময়ূর; ৯। কিংকোবরা; ১০। বট; ১১। পদ্ম; ১২। আম।

সি পি আই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাধবডিহি, ১১ জানুয়ারি : সি পি আই(এম) রায়না জোনাল কমিটির অন্তর্গত ছোট বৈনান এলাকার প্রবীণ পার্টি দরদী ঘনিষ্ঠ মহামায়া মোহন্ত সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। দুই পুত্র, তিন কন্যা বর্তমান। নিজবাস ভবন ছোটবৈনান গ্রামেই তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্র এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে বহু সাধারণ মানুষ পার্টি কর্মী তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করেন। মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্র কৃষকসভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক অমল হালদার ছোটবৈনান গ্রামে মরদেহে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সি পি আই(এম) রায়না জোনাল সম্পাদক মির্জা আক্তার আলি, সেখ জয়নাল আবেদিন মরদেহে মাল্যদান করেন। সাতের দশকে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের যুগে মায়ের মতো এলাকার দলীয়কর্মীদের রক্ষা করেছেন। তিনি এলাকায় মহিলা সমিতি গঠনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। গ্রামেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি কমল কুমার নন্দী, পিতা - প্রয়াত লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দী, বুড়িরবাগান, পোঃ , থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৩ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SHRABANI NANDI, পিতা - KAMAL KUMAR NANDI যা আমার কন্যার সমস্ত নথিতে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত SRABANI NANDI, পিতা - KAMAL NANDI নথিভুক্ত হয়েছে। SHRABANI NANDI, পিতা - KAMAL KUMAR NANDI এবং SRABANI NANDI, পিতা - KAMAL NANDI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার নাম কমল কুমার নন্দী, পিতা - লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দী এবং কমল নন্দী, পিতা - লক্ষ্মীকান্ত নন্দী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সোমেশ্বর রায়, পিতা - প্রণব কুমার রায়, রানিসায়র পূর্ব, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ১৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম বারিদ রায়, কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত বিতান রায় নথিভুক্ত হয়েছে। বারিদ রায় ও বিতান রায়, পিতা - সোমেশ্বর রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

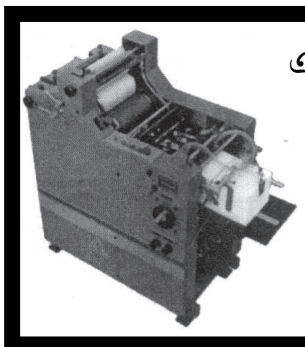

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

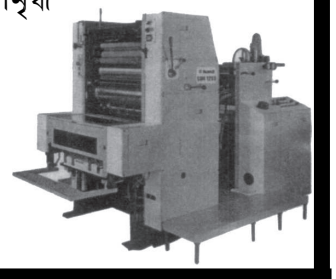

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা